দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 19 OCT 2002
পৃ ৮ কলাম ৫

অবশেষে রাজধানীতে ৫, বিভাগীয় শহরে ৫ ও বগুড়ায় একটি মডেল স্কুল নির্মাণ করা হবে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

রাজধানীতে এক শ' কোটি টাকা ব্যয়ে ১০টি মডেল স্কুল স্থাপন নিয়ে টানা তিন বছরের টানাপোড়েনের অবসান ঘটেছে। ঢাকায় সোনার চেয়ে দামী মাটি না পাবার কারণে গত তিন বছর ধরে আটকে থাকা এই প্রকল্প ভিন্নভাবে সময় বাড়িয়ে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জোট সরকার রাজধানীর পাশাপাশি দেশের বিভাগীয় সদরগুলোতেও মডেল স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রায় এক শ' কোটি টাকা ব্যয়ে ১০টির পরিবর্তে ১১টি মডেল স্কুল স্থাপন হচ্ছে। এর মধ্যে পাঁচটি হবে রাজধানীতে। এ ছাড়া পাঁচ বিভাগীয় শহরে পাঁচটি এবং বগুড়ায় একটি আদর্শ স্কুল করা হচ্ছে। সরকার এসব স্কুল প্রতিষ্ঠা করে দেবার পর নিজস্ব আয়ে স্কুলগুলো পরিচালিত হবে।

(৭- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

অবশেষে রাজধানীতে ৫

(৮-এর পাতার পর)

আগামী ২০০৩ সালের মধ্যে স্কুলগুলো চালু করার কথা থাকলেও তা এই সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে না বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

স্বাধীনতার তিন দশক পর এই প্রথম সরকারী উদ্যোগে দেশে মডেল স্কুল হতে যাচ্ছে। এই দীর্ঘ সময়ে জনসংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা কয়েকগুণ বাড়লেও সরকারী উদ্যোগে দেশে কোন স্কুল হয়নি। ১৯৯৯ সালে ১২১ কোটি টাকা ব্যয়ে কেবল রাজধানীতে ১০টি মডেল স্কুল স্থাপনে প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও গত তিন বছরে তা বাস্তবায়িত হয়নি। মূলত সোনার চেয়ে দামী রাজধানীতে জমি না পাওয়ায় ১০টি স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা থেমে থাকে। জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর আগের প্রকল্প সংশোধন করে রাজধানীতে মেয়েদের জন্য একটিসহ পাঁচটি, পাঁচটি বিভাগীয় শহরে পাঁচটি এবং বগুড়ায় একটি মডেল স্কুল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিকে ঢাকায় যে পাঁচটি মডেল স্কুল স্থাপন করা হবে সেগুলোর মধ্যে চারটির টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। এই চারটি স্কুল হবে মিরপুরে আল হেরা একাডেমীতে, রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ ক্যাম্পাসে, ইস্কাটনের নিয়ামে এবং শ্যামপুর এলাকায়। রাজধানীতে মেয়েদের জন্য যে স্কুলটি করা হবে সেটির সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে মতিঝিল এলাকায়। এ ছাড়া পাঁচটি বিভাগীয় সদরে পাঁচটি মডেল স্কুল স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারদের মতামত ও সহযোগিতা নেয়া হচ্ছে।

জানা যায়, '৯৯ সালে ঢাকা মেট্রোপলিটন শহরে জাতীয় সংসদের প্রত্যেক আসনে একটি করে আটটি এবং জনবহুল এলাকায় আরও দুটিসহ মোট দশটি মডেল স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রতিটি স্কুলের জন্য গড়ে বরাদ্দ ছিল প্রায় নয় কোটি টাকা। কিন্তু দেখা যায়, প্রতিটি স্কুলের জন্য যে বরাদ্দ তা জমি কিনতেই শেষ হয়ে যাবে। এজন্য বছরের পর বছর প্রকল্পটি ঝুলে থাকে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর কেবল রাজধানীতে মডেল স্কুল গড়ার পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। এ ছাড়া ১০টির বদলে মেয়েদের জন্য আরও একটি স্কুল করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এত দেরী থাকতে কেবল বগুড়ায় একটি মডেল স্কুল স্থাপনেরও সিদ্ধান্ত হয়েছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের প্রধান প্রকৌশলী জাহেদুর রহমান বলেন, স্বাধীনতার পর রাজধানী ও বিভাগীয় শহরে জনসংখ্যা ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা কয়েকগুণ বাড়লেও সরকারী উদ্যোগে কোন স্কুল হয়নি। এই দীর্ঘ সময়ে একমাত্র উত্তরা রাজউক মডেল স্কুল ছাড়া সরকারী উদ্যোগে কোন স্কুল গড়ার নজির নেই। প্রধান প্রকৌশলী আরও বলেন, এই ১১টি স্কুলও পর্যাপ্ত নয় বলে তিনি মনে করেন। তবে স্কুলগুলো চালু হলে মানসম্মত শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনেকাংশে লাঘব হবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।